কুষ্টিয়ায় গ্রাম আদালত বিষয়ক জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ৯ নম্বর পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক ক্যাম্পেইন ও ভিডিও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৪ জুন) আয়োজিত এ কর্মসূচিতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, সুবিধা এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার চিফ লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) পারুল আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) মো. তারিক হাসান এবং মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত আমান আজিজ।

বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত স্থানীয় পর্যায়ে সহজ, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা ও অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে ন্যায়বিচার পেতে পারেন। তাই গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে এ সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ব্যবস্থাপক মো. ফিরোজ হোসেন, উপজেলা সমন্বয়কারী শিউলী আক্তার ও তৈমুর হায়াতী, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, গ্রাম পুলিশ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে এ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আয়োজকরা জানান, জনগণের মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতেই এ ধরনের

কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আতাউর রহমান (৫০) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শুভ হোসেন ও হুমায়ুন কবির নামে আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার (১৩ জুন) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতাউর রহমান দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের গড়ুড়া ফুটানিপাড়া এলাকার মৃত উজির বিশ্বাসের ছেলে।

আহতরা হলেন কৈপাল এলাকার শুভ হোসেন (৩৫) ও হুমায়ুন কবির (২১)। তাদের মধ্যে শুভ হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত হুমায়ুন কবির দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাঠপাড়া এলাকায় দুটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আতাউর রহমানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পুশইনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১২ জনকে পুশব্যাক করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চর বিলগাথুয়া সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনতা তাদের পুনরায় সীমান্তবর্তী মাথাভাঙ্গা নদী পার করে ভারতীয় সীমানায় ঠেলে দেয়।

শুক্রবার (১২ জুন) ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩ এস সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে বিএসএফ ওই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। বিজিবি সূত্র জানায়, ওই ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন পুরুষ, চারজন নারী এবং চারজন শিশু রয়েছে। বর্তমানে ওই ১২ জন ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের বাইরের অংশে অবস্থান করছে।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত দিয়ে যেই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান হয়েছে তারা যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এ কাজে স্থানীয় সীমান্তবাসীও সহযোগিতা করছে।

প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান মুকুল জানান, আজ ভোরের দিকে ভারত থেকে ১২ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও বিজিবি যৌথভাবে তাদের প্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করেছে।

প্রাগপুর বিওপির দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবেদার আসাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ১২ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তারা বর্তমানে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৩

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাব-১২ এর অভিযানে তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার (১০ জুন) বিকেলে উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। রাতে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বলিদাপাড়া এলাকার নাসিমা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ওই বাড়ি থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে দিপু হোসেন (৩০), বদর উদ্দিন মালিথার ছেলে চাঁদ আলী মালিথা (৪৫) এবং গোপালপুর গ্রামের বাহার আলী মল্লিকের ছেলে শামীম মল্লিক (৩৫)।

তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক নাসিমা খাতুন কৌশলে পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে র্যাব।

র্যাবের দাবি, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় পলাতক নাসিমা খাতুনসহ আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মিরপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
র্যাব-১২ জানায়, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক নির্মূলে তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

কুষ্টিয়ার বটতৈল ইউনিয়নের বড়িয়া এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত ও চক্ষু রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকাল থেকে বেগম হামিদা সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে রোগী পরীক্ষা ও নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

“অন্ধজনে দেহ আলো” প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে সিদ্দিক ফাউন্ডেশন এবং খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল।

শিবিরে আগত প্রায় ৫ শতাধিক চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরীক্ষার পর যেসব রোগীর ছানি অপারেশনের প্রয়োজন হবে, তাদের বাছাই করা হবে।

সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের সদস্য কাজী বাবুল বলেন, গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় চক্ষু চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে এবং প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব কমিয়ে আনতেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক অসহায় মানুষ নতুন করে আলোর মুখ দেখার সুযোগ পাবেন।

বেগম হামিদা সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম জানান, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চক্ষু রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে এ ধরনের সেবামূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

চক্ষু শিবিরে অংশগ্রহণকারী রোগী আব্দুল গফুর জানান, দীর্ঘদিন

ধরে চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগলেও আর্থিক ও যোগাযোগগত কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারিনি। বিনামূল্যের এই আই ক্যাম্পের মাধ্যমে আমি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও পরীক্ষা সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছি।

উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ১৯৯৫ সালে বড়ীয়ায় মায়ের নামে এই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকান্ড করে আসছে।

জ্ঞানভান্ডার: কুষ্টিয়ার পাঠক সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস

কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর ট্রাফিক অফিসের পাশেই রয়েছে একটি পরিচিত নাম— জ্ঞানভান্ডার। বাইরে থেকে এটি একটি সাধারণ স্টেশনারি ও ফটোকপির দোকান মনে হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কুষ্টিয়ার বই, পত্রিকা ও পাঠক সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় ২৭ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন মুকুল শেখ। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেখেছেন পাঠকের আগ্রহ, সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের নানা রূপ।

বর্তমানে জ্ঞানভান্ডারে সংবাদপত্র বিক্রির পাশাপাশি ফটোকপি, কম্পিউটার প্রিন্ট, স্টেশনারি সামগ্রীসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসার পরিধি বাড়লেও প্রতিষ্ঠানটির নাম ও ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

দোকানের নাম ‘জ্ঞানভান্ডার’ কেন রাখা হয়েছিল জানতে চাইলে মুকুল শেখ বলেন,

“আমি প্রায় ২৭ বছর ধরে এই দোকান পরিচালনা করছি। তবে আমার আগেও এখানে রবীন্দ্রনাথ সেন বই-পুস্তক বিক্রি করতেন। তখন থেকেই দোকানের নাম ছিল ‘জ্ঞানভান্ডার’। মূলত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা

বিক্রি হতো বলেই এই নাম রাখা হয়েছিল। জ্ঞান অর্জনের জন্য তো বই-পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই নামের মধ্যেই সেই ভাবনাটা রয়েছে।”

একসময় জ্ঞানভান্ডার ছিল কুষ্টিয়ার সংবাদপত্রপ্রেমী মানুষের অন্যতম ঠিকানা। সকাল হলেই জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকা কিনতে মানুষের ভিড় লেগে যেত। দিনের শুরুতেই খবরের কাগজ হাতে নেওয়া ছিল অনেকের অভ্যাস।

কিন্তু সময় বদলেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের সংবাদ গ্রহণের মাধ্যমও। এখন আর আগের মতো পত্রিকা বিক্রি হয় না।

মুকুল শেখ আক্ষেপের সুরে বলেন, “আগে সকাল হলেই পত্রিকা কিনতে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। জাতীয় ও স্থানীয় অনেক পত্রিকা বিক্রি হতো। এখন মানুষ মোবাইল ফোনে খবর পড়ে। ফলে পত্রিকার বিক্রি অনেক কমে গেছে। তারপরও কিছু নিয়মিত পাঠক আছেন, যারা এখনও প্রতিদিন পত্রিকা কিনতে আসেন।”

প্রবীণ পাঠক আব্দুল কাদের বলেন, “একসময় সকালে পত্রিকা না পড়লে দিনই শুরু হতো না। দেশের খবর, খেলাধুলা, সাহিত্য থেকে শুরু করে সবকিছুই জানতাম পত্রিকার মাধ্যমে। এখন মানুষ মোবাইলে খবর পড়ে, কিন্তু কাগজের পত্রিকার যে আলাদা অনুভূতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে, তা কখনো হারিয়ে যাবে না। জ্ঞানভান্ডারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।”

স্থানীয় দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক বলেন,

“সংবাদপত্র শুধু খবর পরিবেশন করে না, এটি সমাজের ইতিহাস সংরক্ষণ করে। ডিজিটাল যুগে প্রিন্ট মিডিয়া নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও সংবাদপত্রের গুরুত্ব এখনও ফুরিয়ে যায়নি। জ্ঞানভান্ডারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠক ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।”

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী লাকী মিজান বলেন,

“কুষ্টিয়ার সংবাদপত্র সংস্কৃতির সঙ্গে জ্ঞানভান্ডারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি পাঠকদের হাতে পত্রিকা পৌঁছে দিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে ব্যবসার ধরন বদলালেও জ্ঞানভান্ডার এখনও জ্ঞানচর্চা ও পাঠাভ্যাসের একটি নির্ভরযোগ্য

ঠিকানা। এটি শুধু একটি দোকান নয়, কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও অংশ।”

ডিজিটাল যুগে কাগজের পত্রিকার পাঠকসংখ্যা কমে গেলেও জ্ঞানভান্ডার এখনও অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বই, পত্রিকা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রতীক হয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজও স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক না কেন, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কখনো ফুরিয়ে যায় না। কুষ্টিয়ার পাঠক সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই জ্ঞানভান্ডার শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি স্মৃতি, একটি ঐতিহ্য এবং একটি জীবন্ত ইতিহাস।

রং-তুলিতে মেসি, আলোচনায় কুষ্টিয়ার শিল্পী শরিফুল শেখ

বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসির প্রতি ভালোবাসা থেকে বিশাল দেয়ালজুড়ে তার প্রতিকৃতি এঁকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার তরুণ শিল্পী শরিফুল শেখ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার আঁকা ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রশংসা কুড়াচ্ছেন তিনি।
প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সী মানুষ সেখানে ভিড় করছেন, ছবি তুলছেন এবং শিল্পীর সৃজনশীলতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।
ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদূরপুর এলাকার আড়কান্দী বাজার সংলগ্ন কয়েকটি দোকানের ফাঁকা দেয়ালে প্রায় ১৫ ফুট বাই ১০ ফুট জায়গাজুড়ে নিজ খরচে চারটি বড় আকারের ছবি এঁকেছেন শরিফুল। এর মধ্যে দুটি রঙিন এবং দুটি সাদা-কালো প্রতিকৃতি রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই একান্ত ভালোবাসা ও আবেগ থেকে তিনি এ কাজ করেছেন।
শরিফুল শেখের বাবা মৃত নুরুল ইসলাম এবং মা আকলিমা খাতুন। পেশাগতভাবে তিনি একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। পাশাপাশি ভেড়ামারার ব্রাইট ফিউচার মডেল স্কুলে ড্রইং শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। শুধু চিত্রকলাই নয়, তিনি লোকসংগীতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

শরিফুল শেখ জানান, ২০০২ সাল থেকে তিনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসির প্রতি তার ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছে।
তিনি বলেন, “২০০২ সাল থেকেই আমি আর্জেন্টিনা সমর্থন করি। পরবর্তীতে মেসির খেলা, ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামের গল্প আমাকে মুগ্ধ করে। তাই সুযোগ পেলেই তার ছবি আঁকার চেষ্টা করি।”
তিনি আরও বলেন, “গত বিশ্বকাপের সময়ও আমি মেসির একটি ছবি এঁকেছিলাম। এবারও সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে এবং ভালো লাগা থেকেই এই কাজ করেছি। কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল না।”
স্থানীয় আর্জেন্টিনা সমর্থকরা বলছেন, এমন উদ্যোগ শুধু ফুটবলপ্রেমই নয়, শিল্পচর্চারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে ছবি দেখতে আসছেন এবং শিল্পীর সঙ্গে স্মৃতি ধরে রাখতে ছবি তুলছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল লতিফ জানান, গ্রামাঞ্চলে এমন বড় ক্যানভাসে আন্তর্জাতিক তারকার প্রতিকৃতি খুব একটা দেখা যায় না। শরিফুল শেখের আঁকা মেসির ছবি এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন ধরনের আগ্রহ তৈরি করেছে।
তবে শরিফুল শেখের শিল্পীজীবন শুধু মেসির প্রতিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জাতীয় কবি, সাহিত্যিক, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি এঁকে পরিচিতি লাভ করেছেন।
বিশেষ করে লালন সাঁইজির প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং শিল্পচর্চায় তার নিষ্ঠা তাকে জাতীয় পর্যায়েও পরিচিতি এনে দেয়। তার প্রতিভা ও শিল্পকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে দেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’-তে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান তিনি। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও নির্মাতা ছিলেন কিংবদন্তি গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেত।
আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব কুষ্টিয়ার প্রধান উপদেষ্টা এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “লিওনেল মেসি শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি কোটি কোটি মানুষের আবেগ ও অনুপ্রেরণার নাম। শরিফুল শেখ যে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেসির প্রতিকৃতি এঁকেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজের উদ্যোগে এমন শিল্পকর্ম তৈরি করা সহজ বিষয় নয়। আমরা আর্জেন্টিনা সমর্থকরা তার এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এটি শুধু একজন খেলোয়াড়ের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং নতুন প্রজন্মকে শিল্প ও সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে বলেও আমরা বিশ্বাস করি।”

শিল্পবোদ্ধাদের মতে, গ্রামবাংলার মাটি ও মানুষের কাছ থেকে উঠে আসা এমন প্রতিভাবান শিল্পীরা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জাতীয় পর্যায়ে আরও বড় অবদান রাখতে পারেন। শরিফুল শেখের মতো শিল্পীরা প্রমাণ করছেন, শিল্পচর্চার জন্য বড় শহর নয়, প্রয়োজন মেধা, অধ্যবসায় ও ভালোবাসা।
রং-তুলিতে ফুটে ওঠা মেসির প্রতিকৃতি আজ শুধু একজন ফুটবলারের ছবি নয়, বরং একজন গ্রামীণ শিল্পীর স্বপ্ন, আবেগ ও সৃজনশীলতার উজ্জ্বল প্রকাশ। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার আড়কান্দী বাজারে তাই দেয়ালজুড়ে আঁকা সেই ছবিগুলো এখন স্থানীয় মানুষের কৌতূহল, প্রশংসা এবং গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব (২৫) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার সহকারী জিহাদ (১৫)সহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৯ জুন) ভোর ৪টার দিকে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশালের বাবুগঞ্জ থেকে আম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাক নিয়ে রাজশাহীর দিকে যাচ্ছিলেন চালক সজীব ও তার সহকারী জিহাদ।

পথে নয়মাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তাদের ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক সজীব নিহত হন।

এ সময় তার সহকারী জিহাদসহ অপর ট্রাকের চালক ও সহকারী আহত হন। আহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দুর্ঘটনায় ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ ঘটনায় মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ থাকলেও প্রায় এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সজীবের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

কুষ্টিয়ার মিরপুর রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ট্রেনের ধাক্কায় শুভ দেওয়ান (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ জুন) দুপুরে মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শুভ দেওয়ান রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকড়ী উত্তরপাড়া গ্রামের সেলিম দেওয়ানের ছেলে। তিনি ঢাকার একটি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুভ দেওয়ান ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসে রাজশাহী থেকে ট্রেনে করে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির খান বলেন, শুভ দেওয়ান তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুরে দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসছিলেন। মিরপুর স্টেশনে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেন তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।